01 SEP 2016

তারিখ ... AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

প্রথম আলো

নীলফামারীতে জনতার সহায়তায় ওবায়দুল গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ও নীলফামারী প্রতিনিধি ●

সুরাইয়া হত্যা

রাজধানীর কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিসা (১৪) হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত বখাটে ওবায়দুল খান (২৯) ধরা পড়েছেন। গতকাল বুধবার সকালে নীলফামারীর ডোমার উপজেলার সোনারায় বাজার থেকে তাঁকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হবে।

ওবায়দুল ধরা পড়ায় সন্তুষ্টি জানিয়েছেন সুরাইয়ার পরিবারের সদস্যরা ও উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তাঁরা দ্রুত বিচার ও আসামির ফাঁসি দাবি করেছেন।

সুরাইয়া গত ২৪ আগস্ট পরীক্ষা শেষে স্কুলের সামনের পদচারী-সেতু দিয়ে সড়কের ওপারে যাওয়ার সময় বখাটে দরজি ওবায়দুল তাকে ছুরিকাঘাত করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রোববার সুরাইয়া মারা যায়। এ ঘটনায় তার মা তানিয়া হোসেন রমনা থানায় এলিফ্যান্ট রোডের ইস্টার্ন মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্সের একটি দরজির দোকানের কর্মী ওবায়দুল খানকে আসামি করে মামলা করেন। ওবায়দুলকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে।

পুলিশ বলেছে, ছুরিকাঘাতের পরই ওবায়দুল তাঁর গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের মিরাটঙ্গী চলে যান। গত সোমবার ডিএমপির রমনা বিভাগের একটি দল মিরাটঙ্গীতে ওবায়দুলের বাড়িতে অভিযান চালানোর আগেই তিনি পালিয়ে যান। পরে ওবায়দুল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সেখান থেকে ওবায়দুলের বোন খাদিজা বেগম (৩৬) ও ভগ্নিপতি খাদেমুল ইসলামকে (৪৬) বীরগঞ্জ থানায় নেওয়া হয়।

পুলিশ আরও বলেছে, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁওসহ বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন শেষে ওবায়দুল মঙ্গলবার দুপুরের পর নীলফামারীর ডোমারের সোনারায়ে আশ্রয় নিয়েছেন—এমন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতভর সেখানে পুলিশ ও র‍্যাব-১৩ যৌথ অভিযান চালায়। পুলিশ ওবায়দুলের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

নীলফামারীতে জনতার সহায়তায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছবি এলাকাবাসীকে দেখিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তারে সহযোগিতা চায়। পরে সোনারায় বাজারের মাংস ব্যবসায়ী দুলাল হোসেন (৪০) ও ইজিবাইকচালক ইসমাইল হোসেনের (৩৫) সহযোগিতায় পুলিশ গতকাল সকালে ওবায়দুলকে গ্রেপ্তার করে।

দুলাল বলেন, সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তিনি বাজারে একজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। প্রথমে ওই ব্যক্তিকে বাসযাত্রী মনে করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বিআরটিসির একটি বাস এলেও ওই ব্যক্তি ওঠেননি। এতে তাঁর সন্দেহ হয়। এরপর দেখেন ওই ব্যক্তি বাজার থেকে নীলফামারী সদরের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি ইসমাইলের সঙ্গে কথা বলেন। পরে দুজনে মোটরসাইকেল নিয়ে বাজার থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে গিয়ে ওই ব্যক্তির পথরোধ করেন। ইসমাইল নিশ্চিত হন এই ব্যক্তিই ওবায়দুল। এরপর তাঁরা কৌশলে তাঁকে মোটরসাইকেলে তুলে বাজারে এনে হোটেলে নাশতা খাওয়ান। এক ফাঁকে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে ওবায়দুলকে গ্রেপ্তার করে।

নীলফামারীর পুলিশ সুপার জাকির হোসেন খান বলেন, দুপুর ১২টার দিকে ওবায়দুলকে নিয়ে ডিএমপির রমনা বিভাগের পুলিশ ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়।

রাত নয়টার দিকে রমনা থানার ওসি মশিউর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, রাতেই আসামিকে নিয়ে পুলিশ ঢাকায় পৌঁছাবে। বৃহস্পতিবার (আজ) তাঁকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ওবায়দুলের বোন ও ভগ্নিপতিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে শোকসভা: পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় উইলস লিটল ফ্লাওয়ারে শোকসভা হয়েছে। এতে উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) আবুল হোসেন, রমনা থানার ওসি, ছাত্র মুনতাসির মাহমুদ প্রমুখ বক্তব্য দেন। নিহত সুরাইয়ার বাবা রমজান হোসেন, মা তানিয়া হোসেনসহ পরিবারের সদস্যরা শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন।

রমজান হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পুলিশের আন্তরিকতার কারণে আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে। এখন দ্রুত বিচার চাই, যাতে দ্রুত আসামির ফাঁসি হয়।'

ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার ছাত্র মুনতাসির মাহমুদ বলেন, বৃহস্পতিবারের মানববন্ধন ও শোকসভার কর্মসূচি অপরিবর্তিত থা[illegible]মির ফাঁসির দাবিতে আজ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।